ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL

A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

Sub: Bengali Text Study Material - 2 **Class:** 6 **Date:** 05.05.2020

সুখ-দুঃখ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- **কবি পরিচিতি ঃ** বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার, নাট্যকার ও প্রবন্ধকার। সাহিত্যের প্রায় সবক্ষেত্রেই তাঁর অনায়াস গতি ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি বিভাগ তাঁর স্পর্শে সোনার মত প্রদীপ্ত ও সার্থকরূপ পেয়েছে। এ হেন কবির জন্ম ১৮৬১ খ্রীঃ ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদা দেবী। বিস্ময়বালক রবির শিক্ষা জীবন শুরু হয় বাড়ির অন্দরমহল থেকেই। কিছুদিন নর্মাল স্কুল, ওরেয়েন্টাল সেমিনারীতে পরার পর তাঁর স্কুলে জীবনের ইতি। বাড়িতেই সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত চলত নিয়ম করে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাচর্চা, শরীরচর্চা ও সঙ্গীতচর্চা।

  রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল (১৯১৩) পুরস্কার পান। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল — বৌঠাকুরাণীর হাট, চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা ইত্যাদি।

  ছোটগল্প লিখেছেন অজস্র, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য — দেনাপাওনা, অতিথি, পোষ্টমাস্টার, ছুটি, ক্ষুধিতপাষাণ ইত্যাদি ছাড়াও আরও অনেক গল্প।

- রবীন্দ্রনাথ অনেক নাটক, প্রবন্ধ ও গান রচনা করেন। ১৯৪১ খ্রীঃ ৭ই আগষ্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ) তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

- **কবিতা প্রসঙ্গে ঃ** আলোচ্য 'সুখ-দুঃখ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহিত হয়েছে। কবি কবিতাটি শিলাইদহে লিখেছিলেন। দিনটি ছিল ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭, স্নানযাত্রার দিন।

  কবিগুরু জগন্নাথ দেবের মহাস্নানের উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি মেলায় পটভূমিকায় সুখ এবং দুঃখের দুটি বিপরীত চিত্র বর্ণনা করেছেন কবিতাটির মাধ্যমে। সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে - 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানিচ দুখানিচ।' অর্থাৎ মানব জীবনে সুখ এবং দুঃখ চক্র বা চাকার মতই পরিবর্তিত হয়। স্নানযাত্রার একটি মেলার পটভূমিকায় সুখ ও দুঃখের বিপরীত চিত্র বর্ণনা করেছেন কবি। মেলাতে এক পয়সার বিনিময়ে একটি তালপাতার বাঁশি কিনতে পেরে ছোট একটি মেয়ে অসম্ভব আনন্দে খুশিতে উচ্ছল। অন্যদিকে সেই মেলাতেই একটি ছোট ছেলে এক পয়সার অভাবে রাঙা লাঠি কিনতে না পেরে করুণ চোখে চেয়ে আছে

সেই দিকে। তার বেদনাভরা মুখখানি একই মেলাতে বিপরীত আবহ তৈরী করেছে। একজনের আনন্দের পাশাপাশি অপর জনের দুঃখ কাতর রূপ মানবজীবনের দুই বিপরীতধর্মী চিত্রকে কবিতার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছে।

- **শব্দার্থ ঃ স্নানযাত্রা** - জ্যৈষ্ঠ-পুর্ণিমায় জগন্নাথদেবের মহাস্নানোৎসব, **রথ** - যুদ্ধের প্রয়োজনে চালিত চক্রযান, **বাদল** - বৃষ্টি, **আনন্দ স্বরে** - আনন্দ ধ্বনিতে, **করুণ** - বিষাদময়, **হর্ষ** — আনন্দ, **অবিশ্রান্ত** - অনবরত, একটা নয়, **ঠাকুরবাড়ি** - দেবতার মন্দির, **কাতর** - ব্যাকুল, **অরুণ** - লাল, **রাঙা** - লাল, **নিমেষহারা** - অপলকে, **নয়ন** - চোখ।

- **সংক্ষিপ্তপ্রশ্নাবলী ও উত্তরপত্র ঃ**

(১) 'সুখ-দুঃখ' কবিতাটি কে রচনা করেছেন?

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২) স্নানযাত্রার মেলা কোথায় বসেছে? তখন আবহাওয়া কিরূপ ছিল?

উত্তর ঃ রথযাত্রা উপলক্ষে স্নানযাত্রার মেলা বসেছে।

... সেদিন সকাল থেকে অবিরাম বৃষ্টির ধারা বয়ে চলেছিল।

(৩) স্নানযাত্রার মেলায় সবচেয়ে আনন্দিত কে? তাঁর আনন্দের কারণ কি?

উত্তর ঃ মেলার সবচেয়ে আনন্দিত একটি ছোট মেয়ে।

.... তার আনন্দের কারণ, সে একটি পয়সা দিয়ে একটি তালপাতার বাঁশি কিনেছে এবং আনন্দ সহকারে সে তা বাজিয়ে চলেছে।

(৪) ছোট ছেলেটির দুঃখের কারণ কি?

উত্তর ঃ ছোট ছেলেটি একটি রাঙা লাঠির দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে ছিল, কারণ সেই রাঙা লাঠি কেনার জন্য তার কাছে একটি পয়সা ছিল না। সেটাই তার দুঃখের কারণ।

(৫) 'হাজার লোকের মেলাটিরে করেছে করুণ' — মেলাটি কি জন্য করুণ হয়ে গেছে?

উত্তর ঃ মেলার অনেক মানুষের আগমন ঘটে। অনেক জিনিসের বিকিকিনি হয়। হাজার হাজার মানুষ সেই মেলায় কিছু না কিছু কেনে। কিন্তু ঐ ছোট ছেলেটি এক পয়সার অভাবে রাঙা লাঠিটি কিনতে পারেনি। তাই তার কারুণ্যভরা মুখটি এই হাজার লোকের মেলাটিকে করুণ আবহে পরিণত করেছে।

(৬) স্নানযাত্রা কাকে বলে?

উত্তর ঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের যে মহাস্নানের উৎসব হয় তাকে স্নানযাত্রা বলে।

(৭) 'নিমেষহারা নয়ন অরুণ' — কথাটির অর্থ কি ?

উত্তর ঃ রথের মেলায় ছোট ছেলেটি একটি দোকানে একটি রাঙা লাঠির দিকে পলকহীন লাল চোখে তাকিয়ে আছে, কারণ এক পয়সার অভাবে রাঙা লাঠি না কিনতে পেরে দুঃখে কাতর হয়ে তার চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে।

(৮) মেলাতে মেয়েটি কি কিনেছে?

উত্তর ঃ মেলার মেয়েটি তালপাতার তৈরী একটি বাঁশি কিনেছে।

(৯) তালপাতার বাঁশিটির দাম কত ?

উত্তর ঃ তালপাতার বাঁশিটির দাম এক পয়সা।

(১০) ছেলেটির দুঃখ কেন হয়েছে?

উত্তর ঃ ছেলেটি পয়সার অভাবে রাঙা লাঠি কিনতে না পারায় ওর দুঃখ হয়েছিল।

(১১) ছেলেটির কাছে কত পয়সা ছিল না ?

উত্তর ঃ ছেলেটির কাছে একটি পয়সা ছিল না।

(১২) ছেলেটি কোন্ দিকে তাকিয়ে আছে?

উত্তর ঃ ছেলেটি কাতর চোখে দোকানে রাঙা লাঠির দিকে তাকিয়ে আছে।

(১৩) সারা দেশ কিসের জন্য ভেসে যাচ্ছিল ?

উত্তর ঃ অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার জন্য সারা দেশ ভেসে যাচ্ছিল।

(১৪) ঠাকুরবাড়ির অবস্থাটি কেমন ?

উত্তর ঃ স্নানযাত্রার মেলা উপলক্ষে ঠাকুরবাড়িতে অজস্র লোকের সমাগম হয়েছে আর তাদের ঠেলাঠেলির শেষ নেই।

(১৫) স্নানযাত্রার মেলায় সুখ ও দুঃখের বিপরীত চিত্র দুটির বর্ণনা করো।

উত্তর ঃ স্নানযাত্রার মেলায় অবিরাম বৃষ্টির মধ্যেও বহু লোকের সমাগম হয়েছে। এই মেলায় এক পয়সায় একটি তালপাতার বাঁশি কিনেছে একটি ছোট মেয়ে, সে আনন্দসহকারে তা বাজিয়ে চলেছে। তার সুখ আর আনন্দের শেষ নেই। অন্যদিকে একটি ছোট ছেলে এক পয়সার অভাবে একটা রাঙা লাঠি না কিনতে পারায় তার মধ্যে তৈরী হয়েছে কারুণ্য বা দুঃখ। সুখ ও দুঃখের এই পরস্পর বিপরীতধর্মী ছবি কবি তুলে ধরেছেন আলোচ্য কবিতায়, যার সঙ্গে মানব জীবনেরও গভীর সম্পর্ক রয়েছে, কারণ মানব জীবনও সুখ দুঃখের সমাহারে গঠিত।

Amit Kundu

****